শীত সকালে ঘোরাঘুরি – মোঃ রাজিব হুমায়ুন

শীত সকালে হিম বাতাসে
চাদর মুড়ি দিয়ে-
হাঁটেন দাদা নিয়মিত
নাতনি কোলে নিয়ে।
শিশিরভেজা ঘাসের ডগা
অবাক হয়ে দেখে,
কেমন করে ঘুরেন তারা লেপের আদর রেখে?
বলেন দাদা নাতনি শোনো বটতলাতে যাবো,
সেথায় গিয়ে দুজন মিলে ভাপা পিঠা খাবো।
নারকেল আর খেজুর গুড়ের মজার পিঠা খেতে-
মানুষ আসে সারিসারি
সবাই ওঠে মেতে।
সূর্যিমামা দেখা দিলে
ফিরবো তবে বাড়ি,
যাবার পথে নিয়ে যাবো
খেজুর রসের হাঁড়ি।

বাঁশভ্যাস – হাফিজুর রহমান

অভাবে নষ্ট হয়েছে স্বভাব
হারিয়ে ফেলেছে আক্কেল!
পচনধরা সেই মনের দেহে আঘাত করে –

লজ্জা পায় ইটপাটকেল।

হুঁশ ডুবেছে তুষের গাদায়
জ্বলেপুড়ে হতে ছারখার!
মান-মর্যাদা বেকুব হয়ে ক্ষমতাকে দেখে –
ছলের, কৌশল নিতে ধার।

আদব লুকানো ঝোপ-ঝাড়ে
মানতে না-পেরেই অপমান!
চাই আর খাই-খাই করতে থাকা চাহিদার –
তাণ্ডবে – লণ্ডভণ্ড সম্মান।

বাইশ এর আগমন – আতিকুর রহমান

একুশ গেলো স্মৃতি রেখে
বাইশ এর আগমন
এই ভাবেতে যায় চলে যায়
কতশত সন।
নতুন সনে নতুন হাওয়া
লাগুক সবার গায়
সুস্থ-সবল দিনগুলো যাক এটাই সবাই চায়।
নতুন গানে মনেপ্রাণে উঠুক মনে সুখ
কেটে যাক বিশ্বজুড়ে
মানবের দুখ।

দাঁড়াও তাদের পাশে – নাসরীন জামান

আতশবাজির আলোকরাশি
আর সে হাজার ফানুস
ছাড়ছে যারা রাত আকাশে
কেমন তারা মানুষ?
করছে খরচ পটকাবাজে
কয়েক হাজার টাকা
সেই টাকাতে যেতো না কি তাদের শরীর ঢাকা?
শীতের রাতে কাঁপছে যারা উত্তরী হীম বায়ে
একটা কম্বল দাও না কিনে সেই তাদেরই গায়ে।
তাদের পাশেই হাঁকাও গাড়ি রাতের পার্টি শেষে
ধুলির চাদর দাও বিছিয়ে সেই সে গায়ে হেসে।
চোখ যে তোমার উর্ধ্বমুখী তাই তো তাকাও সেথা
কেমনে তবে বুঝবে দুখীর শীত ঠেকানো ব্যথা?
আসবে আরেক নতুন বছর
চলবে বাজীর খেলা
সেই তখনও কাটবে তাদের একইরকম বেলা।

নতুন আশা – লিটন রায়

নতুন বছর নতুন দিনে
পেলাম নতুন আশা
দুঃখ কষ্ট বিভেদ ভুলে
ফুটুক ভালোবাসা।
নতুন দিনে নতুন স্বপ্ন
হউক না মানবসেবা
হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান
ভিন বলো ভাই কেবা।
নতুন বছর নতুন দিনে
আসুক মুখে হাসি
সম্প্রীতিতে থাকুক সমাজ
সৃষ্টি ভালোবাসি।

ডিসেম্বর মাস শেষে – রাজীব হাসান

নতুন বছর দিচ্ছে উঁকি
ডিসেম্বরের শেষে
বরণ করতে সাজে সবাই
নানা রকম বেশে।
নতুন নতুন আয়োজনে
মুখরিত হয় দেশ
নতুন বছর করে সবাই
নতুনের সমাবেশ।
নতুন দিনে সবটা নতুন নতুন দিনের খেলা

নতুন বছর বরণ করতে
বসায় শখের মেলা।

নীল বেনারশী – রুমী খান

সাতটা রং বেছে আমি
আনবো একটা শাড়ি
প্রেমে পড়েছি আমি তোমার
কপালের ওই টিপের।
এক গুচ্ছ চুড়ি
তোমাকে এনে দেব আমি মনের মত বেনারশী
মেচিং করে পড়বে তুমি
নীল নীল বর্ণনীল সাজে
সাজবে তুমি আজ
কুচির বাজে রংটা যেন
ভালো লাগার বাজ।

নতুন বছরের আশা – মোঃ আব্দুর রহমান

বিদায় নেয়া পুরান বছর
ভুলতে করি পণ,
সবাই মিলে শুরু করি
নতুন একটি সন।
মনের ঘরে বুনতে হবে
ভালোবাসার ফুল,
মিলেমিশে চললে পরে

আর হবেনা ভুল।
নতুন বছর নতুন আশায়
বাঁধবো মনের ঘর ,
সুখে -দুঃখে থাকবো সবাই
কেউ হবেনা পর।

মোম ও সুতোর সলতে – শিমুল হোসেন

মোমের ভিতরে সুতোর সলতে
আমার ভিতরে তুমি ঠিক তাই ,
আমি মোম হয়ে আগলে রাখি তোমাকে
আমার এ গহীন সীমানায়।

তুমি বললে -
ওহে মোম , তুমি কেন গলছো ?
আমি বললাম- হৃদয়ে যার রাজত্ব
সেই তুমি কেন জ্বলছো ?
কী করবো বলো তুমি পুড়লে অবিরত
আমার কান্নার জল যেন অবধারিত।

সময়ের সাথে কখন যে আমরা -
মোম ও সুতোর একাত্মতায়
হয়েছি গেছি মোমবাতি ,
তারপর থেকে জ্বলছি -পুড়ছি -গলছি
তবু চলো এভাবেই বাঁচি সান্ত্বনায়
সামান্য হলেও আলো পাচ্ছে মানুষ জাতি।

শীতের বুড়ি – নাসরীন জামান

শীতের বুড়ি গুড়ি সুড়ি
চাদর মুড়ি দিয়ে
আসলো ওরে সবার ঘরে
শীতের কাঁপন নিয়ে।

ফুলের কুঁড়ি করলো চুরি
রূপ কুমারীর হাসি
দূর্বা ঘাসে তাইতো হাসে মুক্তো রাশি রাশি।

শীতের বুড়ি হীমের ঝুড়ি শুকনো পাতার গানে
ঘুম ভাঙানির ধুম চাপালো ফুল পাখিদের প্রাণে।